আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'জেন্ডার' (লিঙ্গ) এর গুরুত্ব ঃ

নারীবাদী চিন্তাধারা সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমশই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'জেন্ডার' নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হত না, কারণ সর্বদাই এই কথা মনে রাখা হয় যে বিশ্বরাজনীতি পুরুষতান্ত্রিক। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট এমনভাবে রচনা করা হয় যেখানে নারীদের স্থান শূন্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণত high politics-এ আলোকপাত করে, যা কূটনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ করে। এই রাজনৈতিক আঙ্গিনায় শুধুমাত্র পুরুষদের অংশগ্রহণকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নারীদের অংশগ্রহণের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না। তাদের সর্বদাই এই সব কিছু থেকে দূরে রাখা হয়। এছাড়া যখন বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেখানে নারীবাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কারণ জেন্ডার সংক্রান্ত আলোচনা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বহির্ভূত।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা নারীবাদী চিন্তাধারা এবং লিঙ্গসম্পর্ককে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের ভাবনা এবং রাষ্ট্রবহির্ভূত বা আন্তর্জাতিক ভাবনায় ভাগ করেছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে নারীবাদী চিন্তাধারার মান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ যাকে আলাদাভাবে চেনা যায় না এবং আন্তর্জাতিক মহল, যেখানে সংঘর্ষ, রেষারেষি, সামরিক নিরাপত্তা এ সমস্ত নিয়ে আলোচনা হয়, সেখানে লিঙ্গ সম্পর্ক সম্পূর্ণ পুরুষ প্রধান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পর, ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধারণার উদ্ভাবন হয়। এরপর একথা মনে করা হয় যে পৃথিবীর বুকে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় কোনো যুদ্ধের আঁচড় পড়বে না। তৎকালীন মহিলা চিন্তাবিদরা অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শান্তিপর্ব নিয়ে বহুল সমালোচনা করেন এবং এই বক্তব্য রাখেন যে যুদ্ধোত্তর পর্বে জার্মানিকে যে শাস্তি দান করা হয় তা ভবিষ্যতে গোটা ইউরোপে চরম হিংসা, দারিদ্র্য এবং পুনঃদ্বন্দ্ব ছড়াবে। সেই সময়ের রাজনীতিবিদরা অবশ্য নারীবাদীমহলের এই বক্তব্যকে উপেক্ষিত করেন। কিন্তু ফলস্বরূপ দেখা যায় নারীবাদী

Scanned with CamScanner

ধারণা বাস্তবরূপ ধারণা করে। তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নারীবাদীদের মতামতের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। অনেক নারীবাদী লেখিকাই যুদ্ধ এবং শান্তি বিষয়ক নানা মন্তব্য করেছেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এই ধারণার উদ্ভাবন হয় ঠিক এটাই মনে করা হয় যে পৃথিবীর বুকে ভবিষ্যতে কোনো দ্বিতীয় যুদ্ধের আঁচড় পড়বে না। যদিও সেই সময়ের মহিলা চিন্তাবিদেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শান্তিপর্ব নিয়ে বহুল সমালোচনা করেন এবং এই বক্তব্যও রাখেন যে যুদ্ধোত্তর পর্বে জার্মানিকে যে শাস্তি দান করা হয় তা ভবিষ্যতে গোটা ইউরোপের মধ্যে ছড়াবে হিংসা, দারিদ্র্য এবং পুনঃদ্বন্দ্ব। নারীমহলের এই মন্তব্য ভবিষ্যতে সত্যি হয় যা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল তৎকালীন রাজনীতিবিদদের দ্বারা, তাই নারীবাদীরা দাবি করেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাদের মতামতও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

নারীবাদী ধারণার বা প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে সেগুলির বেশীরভাগই আসে পুরুষতান্ত্রিক দেশের পুরুষ নেতাদের কাছ থেকে। এরা মনে করেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মহিলারা অত্যন্ত বেমানান। এই সূত্রে Cynthia Enloe-র প্রশ্ন 'নারীবাদের স্থান কোথায় ?' (Where are the women?) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেন মহিলাদের স্থান সেখানেই যেখানে পুরুষরা তাদের আশা করেন না, যেমন — সেনাবাহিনীতে বা অর্থনৈতিক বাজারের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে।

এছাড়া নারীদের স্থান কোথায় ? এই প্রশ্নে নানা ধরনের উত্তর পাওয়া যায়—কিছু মহিলানেত্রীর নাম নেওয়া যায় যারা রাজনীতিতে তাদের বিরল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন — ইন্দিরা গান্ধি, মার্গারেট থ্যাচার বা গোল্ডা মেয়র এঁরা এমনই নাম যাঁরা রাজনীতিতে ক্ষমতা প্রদর্শনে কখনও পিছপা হন নি। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ধরনের নেতার সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং যারাই এই পদে আসীন হয়েছেন তাঁরা সকলেই পুরুষদের মতো কঠোর রাজনীতি করেছেন। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির চেহারা অনেকটাই অন্যরকম যেখানে পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে সরে এসে মহিলাদের গুরুত্বও অনেকটাই বেড়েছে বা বাড়ছে।

বর্তমান যুগে নারীদের স্থান কোথায় ? এই প্রশ্নের আরও কিছু উত্তর পাওয়া যায়। যেমন বিশ্বের এখনও বহু দেশে কিছু ক্ষেত্র থেকে নারীদের দুরে রাখা হয় শুধুমাত্র তারা 'নারী' বলে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণকে অনেক দেশেই গ্রাহ্য করা হয় না। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এখনও মনে করা হয় সেনা বাহিনীতে (military service) শুধুমাত্র পুরুষদের অংশগ্রহণই

Scanned with CamScanner

মানায় কারণ এই ক্ষেত্র শুধুই পুরুষতান্ত্রিক। যদিও বর্তমান বিশ্বের, বিশ্ব রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা বা অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম, বিশেষ করে সরকারি প্রধান বা আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে। বরং তাদের অনেক বেশি দেখা যায় যে কোনো সামাজিক আন্দোলন বা বেসরকারি সংস্থা (Non-Governmental Organization) সাথে যুক্ত থাকতে। এই ভাবে মহিলারা অসম লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নারীবাদী চিন্তাবিদদের মতে বিশ্বরাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতির সমস্ত সংস্থাই তৈরি হয়েছে পুরুষদের মাথায় রেখে। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র এবং বাজার অর্থনীতির সমস্তটাই চলছে পুরুষদের দ্বারা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি নারীদের ভূমিকা বা অংশগ্রহণকে কোনোভাবেই মেনে নেয় নি। নারীবাদী চিন্তাবিদরা তাই পুরানো লিঙ্গ সম্পর্কের সমালোচনা করে বলেছেন বর্তমান লিঙ্গ সম্পর্কের ধারণা অত্যন্ত জটিল এবং তা নির্ধারণ করা হয় ক্ষমতা সম্পর্ককে মাথায় রেখে। নারীবাদী চিন্তাবিদরা তাই চান আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীদের ভূমিকার কথা তুলে ধরতে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বুঝিয়ে দিতে নারীদের ভূমিকার কথা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদের উৎপত্তি ঃ

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদের উৎপত্তির বিভিন্ন ধারা বর্তমান। নারীবাদের উৎপত্তি সর্বপ্রথম হয় নারী এবং উন্নয়নমূলক আন্দোলন (Women in Development Movement) (WID) থেকে যা পরবর্তীকালে লিঙ্গ এবং উন্নয়নমূলক আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়। (Gender and Development Movement) এই আন্দোলনে বলা হয় নারীদের জীবন লিঙ্গ সম্পর্কের সেই সূত্র থেকে বোঝা যাবে যা নারী পুরুষের ক্ষমতার সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। এই লিঙ্গ ক্ষমতার সম্পর্ক আবার প্রভাবিত করে বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে।

দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরবর্তী উৎপত্তি ক্ষেত্র বা সময় হল ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব যেখানে বিশ্ব রাজনৈতিক ধারার কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেমন — সামরিক এবং তত্ত্বপ্রধান চিন্তাধারার কিছু বদল হয়ে নতুন আন্তর্জাতিক ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে স্থান পায়। এই প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ সম্পর্কের ধারণা নতুনভাবে সংযোজিত হয়।

তৃতীয়ত, ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাবধারাতেও কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে যেমন — মানবাধিকার, পরিবেশ সম্পর্ক সংক্রান্ত ধারণা ইত্যাদি। এর সাথে সাথেই নারীদের আলোচনা এবং তাদের সমস্যার কথাও

Scanned with CamScanner

এসে পড়ে। ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন তথ্য থেকে জানা যায় যে মহিলারা যে মানবাধিকার হীনতা বা এই সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন তা পুরুষদের থেকে অনেকটাই আলাদা। নারীদের নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই তথ্য পাওয়া যায় US Immigration and Naturalization থেকে। এ হেন বৈষম্যের কারণ নির্ধারণ করার জন্যই মহিলাদের তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চতুর্থ উদ্ভবের কারণ হিসাবে বলা যায়, লিঙ্গ সম্পর্কের উত্থান নিহিত আছে সমাজবিদ্যার মধ্যে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি প্রায় নতুন বিষয় যা সমাজবিদ্যার অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ১৯৮০ সালের পর থেকেই লিঙ্গ সম্পর্কের ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতায় আসে। নারীবাদী ধারণা, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের মতে রাষ্ট্র বলতেই পুরুষতান্ত্রিক এক জনসমষ্টির কথা বলা হয় যেখানে মহিলাদের/নারীদের ভূমিকা নগণ্য। ক্যাথলিন স্টাউডের মতে, রাষ্ট্র তৈরি এবং সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মহিলাদের কোনো ভূমিকাই নেই। পুরুষরাই সবসময় মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। এই সমস্যার সঠিক জবাব পেতেই নারীবাদী আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

পঞ্চমত বলা যেতে পারে, নারীদের দ্রুত অংশগ্রহণ রাজনীতিতে এই ঘটনা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে দিয়েছে। বর্তমানে পুরুষ নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বিভেদ কমতে থাকায় নারীবাদী আলোচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও এ কথা বলা যায় না যে সরকারি ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমান সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে, তবে নারীদের সংখ্যা এক্ষেত্রে বাড়ছে সে কথা অস্বীকার্য নয়। যেমন বলা যেতে পারে, বিশ্ব রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ যা ছিল 3.4 percent, ১৯৮৭ সালে তা হয়েছে 6.8 percent, ১৯৯৬-৯৭ সালে পনেরোটি দেশে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মহিলা অংশগ্রহণ বেড়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

এছাড়া বিশ্ব নারী সংস্থা/আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা এবং নারীবাদী সংস্থাগুলি বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে কাজ করছে যাতে নারীদের স্থান বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে অর্থবহ হয়। এরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাজ করার সাথে সাথে নিজের কৃতিত্ব রেখেছে আন্তর্জাতিক দরবারে। ১৯৯০ সালে ওয়াশিংটনে একটি সভার মাধ্যমে ISA আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নারীবাদী তত্ত্বের একটি যোগসূত্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যাতে তার গতানুগতিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে

Scanned with CamScanner

লিঙ্গ সম্পর্কের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথাও ঘোষণা করা হয়। এক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য কাজ হল, Cynthia Enloe's The Curious Feminist searching for women in a New age of Empore, J. Ann. Tickner-র introduction to Gender in International Relations ।এছাড়া ব্রিটিশ জারনাল Millennium ও নারীবাদী বা লিঙ্গ তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বহু লেখা প্রকাশিত করে।

এইভাবেই ধীরে ধীরে নারীবাদী আলোচনা বা লিঙ্গ সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং এর আদিম গতিকে কিছুটা পরিবর্তন করে প্রভাবিত করার মাধ্যমে।

Scanned with CamScanner